এমন একদিন আসা বিচিত্র নয় যে দিন সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এই মানব ঐক্যকে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ ও মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবে।

লিভিং এজ্ এর লেখকও সেই আশ্বাস দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে বর্ত্তমান ইউরোপও তো এক হিসাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারেরই ফল। বর্ব্বর ইউরোপকে সভ্য ইউরোপ করিতে কে পারিত, যদি খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ জ্ঞানের আলোক ও পুণ্যের মহিমাকে বর্ব্বর ইউরোপের কাছে তুলিয়া ধরিবার ভার না লইতেন। তখন যদি তাঁহারা সভ্য ও অসভ্যে প্রাচীর তুলিয়া রাখিতেন, তবে আজ ইউরোপ কোথায় থাকিত?

স।

স্বরলিপি।

জগত জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ গান বাজে।
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে!
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে!

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি!
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে!

মিশ্র—তেওরা।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।] [সুর—ঐ।

॥{ স র্স র্স ন া ধ া প প প হ্ম া গ া | গ হ্ম া ন া ধ প রগ গ
॥{ জ গ ত | জু ০ ড়ে ০ | উ দা র | সু ০ রে ০ | আ ন ০ | ন্দ ০ গা ন | বা ০

র স া া া | স স স স া স া ন্ ধ্ ন্ ধ্ া প্ া | স স স র গ
০ | জে ০ ০ ০ | সে গা ন | ক ০ বে ০ | গ ভী র | র ০ বে ০ | বা জি বে | হি ০

র প ম া া গ া া া } | গ গ গ প া ধ া র্স র্স র্স র্স ন র্র র্স |
য়া ০ | মা ০ ০ | ঝে ০ ০ ০ } | বা তা স | জ ০ ল ০ | আ কা শ | আ ০ লো ০ |

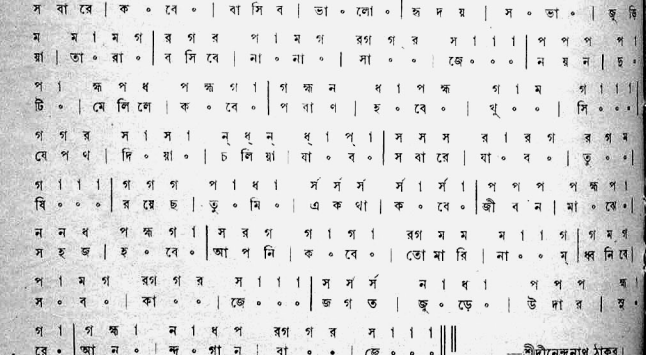

প প প প হ্ম প া ন ন ধ প হ্ম গ া | স র গ গ া গ ম রগ ম
স বা রে | ক ০ বে ০ | বা সি ব | ভা ০ লো ০ | হৃ দ য় | স ০ ভা ০ | জু ড়ি

ম ম া ম গ | র গ র প া ম গ রগ গ র স া া া | প প প প া
য়া | তা ০ রা ০ | ব সি বে | না ০ না ০ | সা ০ ০ | জে ০ ০ ০ | ন য় ন | দু ০

প া হ্ম প ধ প হ্ম গ া | গ হ্ম ন ধ া প হ্ম গ া ম গ া া |
টি ০ | মে লি লে | ক ০ বে ০ | প রা ণ | হ ০ বে ০ | খু ০ ০ | সি ০ ০ ০ |

গ গ র স া স া ন্ ধ্ ন্ ধ্ া প্ া | স স স র া র গ র গ ম
যে প থ | দি ০ য়া ০ | চ লি য়া | যা ০ ব ০ | স বা রে | যা ০ ব ০ | তু ০ ০ |

গ া া া | গ গ গ প া ধ া র্স র্স র্স র্স া র্স া | প প প প হ্ম প া
ষি ০ ০ ০ | র য়ে ছ | তু ০ মি ০ | এ ক থা | ক ০ বে ০ | জী ব ন | মা ০ ঝে ০ |

ন ন ধ প হ্ম গ া | স র গ গ া গ া রগ ম ম ম া া গ | গ ম গ
স হ জ | হ ০ বে ০ | আ প নি | ক ০ বে ০ | তো মা রি | না ০ ০ ম্ | ধ্ব নি বে |

প া ম গ রগ গ র স া া া | স র্স র্স ন া ধ া প প প হ্ম া
স ০ ব ০ | কা ০ ০ | জে ০ ০ ০ | জ গ ত | জু ০ ড়ে ০ | উ দা র | সু ০

গ া | গ হ্ম া ন া ধ প রগ গ র স া া া ॥
রে ০ | আ ন ০ | ন্দ ০ গা ন | বা ০ ০ | জে ০ ০ ০ ॥

—শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংগলা সংখ্যাবাচক শব্দ।

[এই প্রবন্ধে কএকটি সংকেত আবশ্যক হইবে। যথা, সং—সংস্কৃত, বাং—বাংগলা, ওং—ওড়িয়া, হিং—হিন্দী, মং—মরাঠী, উং—শব্দের উচ্চারণ, লিং—লিখনে বানান, তুং—তুলনা কর।]

আজিকালি ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের তুল্য গণ্য হইতেছে। বাংগলাভাষারও বিজ্ঞান আছে, এবং সে বিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের তুল্য চিত্তাকর্ষক। জীব-বিজ্ঞানে যেমন জীবের আকার-প্রকার, স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞাতি-গোত্র, পরিবর্তন প্রভৃতি আলোচিত হয়, ভাষা-বিজ্ঞানেও শব্দের তেমনই হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহ আবশ্যক। যে বিবর্তন-বাদ আধুনিক কালের চিন্তার স্রোত নূতন পথে চালিত করিয়াছে, যাহা সমাজ-তত্ত্ব হইতে আকাশের জ্যোতিষ্ক-তত্ত্বে স্বীয় প্রণালী কাটিয়া দিয়াছে, সে বিবর্তনবাদ-প্রবর্তনের পূর্বে বহু ধৈর্যশীল পরিশ্রমী নিষ্কপট সত্যশীল ব্যক্তি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আগে তথ্য, পরে শাস্ত্র।

বাংগলাভাষার তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, তথ্য দু-এক জনের দ্বারা সংগৃহীত হইবারও নহে। অল্পে অল্পে বহুজনের পরিশ্রম-ফল একত্র না হইলে বাংগলাভাষা-বিজ্ঞানের বীজ বপন হইতে পারিবে না।

ভাষা-বিজ্ঞানের এক অংগ শব্দের বিকার বা পরিবর্তন আলোচনা। সংস্কৃতভাষার বহু বহু শব্দ বাংগলায় বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। কালে যাবতীয় ব্যাপারের পরিবর্তন হয়। ভাষারও হয়। সংস্কৃত-ভাষারও হইয়াছিল। বেদ ও ব্রাহ্মণের ভাষা এবং পুরাণের ভাষা এক নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অসংখ্য সূত্র, তাহা সংস্কৃতভাষার ক্রমিক পরিবর্তনের সাক্ষী-সরূপ হইয়া আছে। সংস্কৃতভাষা নাকি লোক-ভাষা ছিল না! কিন্তু সংস্কৃত-ব্যাকরণ একা সে সন্দেহ চূর্ণ করিয়া দিতেছে।

সংস্কৃতের পর পালি, এবং পালির পর সংস্কৃত-প্রাকৃত এদেশের লোকভাষা ছিল। সংস্কৃত-প্রাকৃতের পর বর্তমান প্রচলিত দেশভাষার জন্ম হইয়াছিল। যেমন বীজ পুতিলে গাছের জন্ম হয়, পিতামাতার সন্ততি হয়। যেমন পুরা-কালের আর্য বর্তমান লোকে বিদ্যমান, পুরাকালের সংস্কৃত এখন প্রচলিত দেশভাষায় বিদ্যমান। প্রাচীন আর্যে এবং তাহাঁর বতমান সন্তানে যেমন আকাশপাতাল অন্তর হইয়াছে, সংস্কৃত এবং বর্তমান দেশভাষাতেও হইয়াছে।

'কালে' পরিবর্তন হয়। আমরা এক 'কালের' নামে কত অজ্ঞান লুকাইয়া রাখি! বহু কারণপরম্পরার সংক্ষিপ্ত নাম কাল। সে কারণপরম্পরা পূর্ণরূপে জানা অসাধ্য। ভাষাপরিবর্তনের কারণপরম্পরা জানাও অসাধ্য। শিক্ষার অভাব, জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন, জলবায়ুর গুণ, অন্য জাতির সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে ভাষার পরিবর্তন হইয়া থাকে। শিক্ষার গুণে যে শব্দ সুখোচ্চার্য হয়, শিক্ষার অভাবে জিহ্বার জড়তায় কর্ণের আংশিক বধিরতায় তাহা দুরুচ্চার্য হইয়া অপভ্রষ্ট হয়। মানুষ সুখে থাকিতে চায়; সুখে থাকিতে ভূতের কীল খাইতে চাইবে কেন? শব্দটা 'একাদশ' হউক, এগারহ হউক, এগার হউক; সে বুঝিলে হইল, তাহার প্রতিবেশী বুঝিলে হইল যে ইহা ১০+১ সংখ্যার নাম। যখন 'এগার' বলিলে চলে, তখন শেষের অনর্থক 'হ' টার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হিন্দী-ভাষী হ ('এগ্যারহ') রাখিয়াছে, বাংগলা ওড়িয়া মরাঠীভাষী ছাড়িয়াছে। ছাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বাংগলা ও ওড়িয়াভাষী শব্দের অকারান্ত উচ্চারণে লুপ্ত হকারের চিহ্ন রাখিয়াছে। মরাঠী করিয়াছে এগারা (বস্তুতঃ 'অকারা'), বাংগালী ও ওড়িয়া করিয়াছে এগার; এগার্ করিতে পারে নাই।

লোকে বলে বিড়ালের কঠিন প্রাণ। শব্দেরও প্রাণ কঠিন বলিতে পারা যায়। শব্দ সহজে বিকৃত বা অপভ্রষ্ট হইতে চায় না। কোন বর্ণ লুপ্ত হইলে লোপচিহ্ন উচ্চারণে থাকিয়া যায়। এগারহ শব্দের হ লুপ্ত হইয়াছে। অকারান্ত 'র' তে সেই হ লুকাইয়া গিয়াছে। মরাঠী করিয়াছে আ (যেমন, বারা তেরা), কান দিয়া শুনিলে গ্রাম্য বাংগালী ও ওড়িয়ার মুখে কখন কখন শুনি অঃ (যেমন বারঃ, তেরঃ)। বাংগলা অক্ষরের দোষে ও অভাবে বার (পালা), বার (১২), লিখিয়া প্রভেদ দেখাইতে পারা যায় না। এই আকস্মিক কারণে অনেক শব্দ ক্রমশঃ বিকৃত হইতেছে। সং